যুক্তরাষ্ট্র ভ্রমণ সহজ করতে ইউ.এস. ভিজিট কর্মসূচী চালু হয়েছে

ঢাকা, ১১ই জানুয়ারী-- যুক্তরাষ্ট্রের ১১৫টি আন্তর্জাতিক বিমানবন্দর ও ১৪টি বড় বড় নৌ-বন্দরে ''ইউনাইটেড স্টেটস ভিজিটর এন্ড ইমিগ্রেশন স্ট্যাটাস ইন্ডিকেটর টেকনোলজি'' বা ইউ.এস. ভিজিট কর্মসূচী চালু হয়েছে। ২০০৪ সালের ৫ই জানুয়ারী থেকে চালু ইউ.এস. ভিজিট কর্মসূচীর লক্ষ্যগুলো হলো:

- যুক্তরাষ্ট্রের নাগরিক ও যুক্তরাষ্ট্রে আগত ভ্রমনকারীদের নিরাপত্তা ব্যবস্থা আরো জোরদার করা।
- আইনসিদ্ধ ভ্রমণ ও ব্যবসা-বাণিজ্য আরো সহজতর করা।
- যুক্তরাষ্ট্রের অভিবাসন পদ্ধতির কার্যকারিতা নিশ্চিত করা।
- অন্যদেশ থেকে আগত ভ্রমণকারীদের ব্যক্তিগত গোপনীয়তা রক্ষা করা।

যেসব পদ্ধতি ৫ই জানুয়ারী থেকে চালু করা হয় তার অনেক কিছুই আন্তর্জাতিক ভ্রমণকারীদের কাছে পরিচিত। বৈধ ভিসা নিয়ে যুক্তরাষ্ট্রে প্রবেশের সময় শুল্ক ও সীমান্ত প্রতিরক্ষা কর্মকর্তারা ভ্রমণকারীদের একটি ডিজিটাল ছবি তুলবেন। এরপর তারা কালি ছাড়া একটি ডিজিটাল ফিঙ্গার স্ক্যানার ব্যবহার করবেন যার মাধ্যমে ইলেকট্রনিকভাবে ভ্রমণকারীদের আঙ্গুলের ছাপ নেয়া হবে। ভ্রমণকারীদের পরিচয় ও ভ্রমণের যথার্থতা যাচাই করার জন্য সংগৃহিত পরিচয়মূলক ও আঙ্গুলের ছাপ সম্পর্কিত তথ্য ব্যবহার করা হবে। এই প্রক্রিয়ার মাধ্যমে জালিয়াতির ঝুঁকি কমানো সম্ভব হবে। তাছাড়াও পরিচয় গোপন করে বা অন্য কোন অবৈধ উপায়ে যুক্তরাষ্ট্রে প্রবেশের বিষয়টিও এর মাধ্যমে কমানো যাবে।

এর বাইরেও ভ্রমণকারীদের যুক্তরাষ্ট্র থেকে প্রত্যাবর্তন নিশ্চিত করার জন্য এবছরের শুরুর দিকেই আরো একটি পদ্ধতি চালু করা হবে। এই প্রক্রিয়ায় স্বয়ংক্রিয় ছোট ছোট বুথে ভ্রমণকারীদের নিজেদেরকেই তাদের ভ্রমণ সংক্রান্ত সকল কাগজপত্র স্ক্যান করতে বলা হবে। এখানে তাদেরকে আরেকবার কালিছাড়া জিজিটাল পদ্ধতিতে আঙ্গুলের ছাপ দিতে হবে। যুক্তরাষ্ট্রে প্রবেশ ও বর্হিগমনের এই পদ্ধতি অনুসরণের মধ্য দিয়ে ভ্রমণকারীর অভিবাসন আইন পালন পূর্ণ হবে, যা ভবিষ্যতে তার যুক্তরাষ্ট্র সফরের জন্য প্রয়োজন হবে।

ভ্রমণকারীদের জন্য যুক্তরাষ্ট্রে আগমণ প্রক্রিয়া আরো সহজ ও ঝামেলাহীন করার জন্যই ইউ.এস. ভিজিট কর্মসূচী চালু করা হয়েছে। আল্টান্টার হার্টসফিল্ড আন্তর্জাতিক বিমান বন্দরে প্রায় ২০ হাজার ভ্রমণকারীদের উপর পরিচালিত একটি পাইলট প্রকল্পে দেখা গেছে যে নতুন এই পদ্ধতিতে সমস্ত প্রক্রিয়া সম্পন্ন করতে মাত্র কয়েক সেকেন্ড সময় লাগে।

যদিও ইউ.এস. ভিজিট কর্মসূচী চালুর ফলে যুক্তরাষ্ট্রে প্রবেশ ও বর্হিগমনের বেলায় যেসব পদ্ধতি অনুসরণ করতে হয় তার কিছু পরিবর্তন ঘটবে, তবে অনেক কিছুই অপরিবর্তিত থাকছে। যুক্তরাষ্ট্র এমন একটি

দেশ যেখানে বৈচিত্র্যকে প্রাধান্য দেয়া হয় এবং বিশ্বের সব দেশের নাগরিককেই এদেশে ভ্রমণের জন্য স্বাগত জানানো হয়। অন্যান্য দেশের মতো যুক্তরাষ্ট্রও মৌলিক স্বাধীনতার বিষয়গুলোকে অক্ষুন্ন রেখে সুরক্ষিত সীমান্ত নিশ্চিত করার জন্য কাজ করে যাচ্ছে। যুক্তরাষ্ট্রে ভ্রমণের জন্য যাদের ভিসার প্রয়োজন তাদের আগমন ও প্রত্যাবর্তন সম্পর্কিত গুরুত্বপূর্ণ তথ্য সংরক্ষণের মাধ্যমে ইউ.এস. ভিজিট কর্মসূচী আমেরিকার নাগরিকদের ও আমেরিকায় আগত ভ্রমণকারীদের নিরাপত্তা বৃদ্ধি করবে। সেই সাথে যুক্তরাষ্ট্রের সাথে অন্যান্য দেশের বৈধ ব্যবসা বাণিজ্য ও ভ্রমণের বিষয়টিও তরান্বিত হবে।

যদিও ইউ.এস. ভিজিট থেকে আলাদা, তবুও ''ন্যাশনাল সিকিউরিটি এন্ট্রি একজিট সিস্টেম (এনএসইইআরএস)" যুক্তরাষ্ট্রের বিভিন্ন বন্দরে আগত ভ্রমণকারীদের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য থাকছে। যেসব ব্যক্তির ক্ষেত্রে এনএসইইআরএস প্রযোজ্য তাদেরকে আগের মতোই যুক্তরাষ্ট্রে প্রবেশ ও বর্হিগমণের সময় রেজিস্ট্রেশন করতে হবে। এটা করতে ব্যর্থ হলে ভ্রমণকারী পুনরায় প্রবেশের জন্য ভিসা পাবার অযোগ্য বলে গণ্য হবেন। অবশ্য যুক্তরাষ্ট্রে যারা ইতোমধ্যে এনএসইইআরএস -এ রেজিস্ট্রিভুক্ত হয়েছে, তাদের এখন থেকে নির্দিষ্ট সময়ের বিরতিতে এনএসইইআরএস রেজিস্ট্রেশন করতে হবে না। যারা যুক্তরাষ্ট্রে অবস্থান করছেন তাদেরকেও এনএসইইআরএস রেজিস্ট্রেশন করতে হবে না।

ইউ.এস. ভিজিট কর্মসূচীর আওতায় যেসব পদ্ধতি রয়েছে তা অনুসরণ করার অর্থ এই নয় যে এনএসইইআরএস রেজিস্ট্রেশনের বাধ্যবাধকতার বিষয়টিও এর মাধ্যমে পূরণ হচ্ছে। যেসব ভ্রমণকারীর জন্য এনএসইইআরএস রেজিস্ট্রেশন প্রযোজ্য তাদেরকে অবশ্যই এনএসইইআরএস চেকআউট স্টেশনে রিপোর্ট করতে হবে। তবে যারা এনএসইইআরএস রেজিস্ট্রেশন প্রক্রিয়ার মাধ্যমে যুক্তরাষ্ট্রে প্রবেশ করবেন তাদেরকে ইউ.এস. ভিজিট কর্মসূচীর আওতায় যেসব ছোট ছোট বুথ থাকবে সেখান দিয়ে কেচ আউট করতে হবে না।

ইউ.এস. ভিজিট কর্মসূচী সম্পর্কে বিস্তারিত তথ্য ডিপার্টমেন্ট অফ হোমল্যান্ড সিকিউরিটির এই ওয়েবসাইটে পাওয়া যাবে- ৷৷৷.ফযং.মড়া/ঁং-ারংরঃ । ভিসা তথ্যের জন্য যুক্তরাষ্ট্র পররাষ্ট্র দফতরের ৷৷৷.ঁহরঃবফংঃধঃবংারংধং.মড়া ওয়েবসাইটেও পাওয়া যাবে। বাংলাদেশে যুক্তরাষ্ট্র দুতাবাসের ওয়েবসাইট ৷৷৷.ঁংবসনধংঃু-ফযধশধ.ড়ৎম- এও এ সম্পর্কে বিস্তারিত জানা যাবে।

জিআর/ ২০০৪

দ্রষ্টব্য: এই নিবন্ধের ইংরেজি ভাষ্য 'অ্যামেরিকান সেন্টার'-এ পাওয়া যাবে। যদি আপনি ইংরেজি ভাষ্যটি পেতে আগ্রহী হন, তবে 'অ্যামেরিকান সেন্টার'-এর প্রেস সেকশনে (টেলিফোন: ৮৮১৩৪৪০-৪, ফ্যাক্স: ৯৮৮১৬৭৭; ই-মেইল: dhaka@pd.state.gov *এবং Website: http://*www.usembassy-dhaka.org*) যোগাযোগ করুন।*